দ্বিতীয় অধ্যায়

হুযুরের দেহতত্ত্ব

প্রসঙ্গ ঃ নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারক নূর–নাকি মাটি ?

আমরা প্রথম সৃষ্টিতে প্রমাণ পেলাম– আল্লাহর যাত হতে, অর্থাৎ যাতি নূরের জ্যোতি হতে রাসুল (দঃ) পয়দা হয়েছেন। সাহাবী জাবের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত মরফু হাদীস– অর্থাৎ স্বয়ং নবী করিম (দঃ)-এর জবানে বর্ণিত হাদীস দ্বারা হুযুর (দঃ) নূরের সৃষ্টি বলে প্রমাণিত হয়েছে। মাটি, পানি, আগুন, বায়ু– এই উপাদান চতুষ্টয় যখন পয়দাই হয়নি, তখন আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) পয়দা হয়েছেন। সুতরাং তিনি যে মাটির সৃষ্টি নন এবং মাটি সৃষ্টির পূর্বেই পয়দা– একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো।

কিন্তু আলমে নাছুত–অর্থাৎ পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশের সময় যে বশরী সুরত বা মানব শরীর ধারণ করেছেন, তা কিসের তৈরী– এ নিয়ে বিভিন্ন মতামত লক্ষ্য করা যায়। যেমন- তাবেয়ী হযরত কা'বে আহবার (রহঃ) এবং সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত কথিত দুটি হাদীস বা রেওয়ায়াতে দেখা যায় যে, নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারক মদিনা শরীফের রওযা মোবারকের খামিরা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ দুখানা রেওয়ায়াতকে পুঁজি করে একদল ওলামা বলেন– হুযুর (দঃ) মাটির তৈরী। বাতিলপন্থী কোন কোন আলেম আবার ঠাট্টা করে বলেন– তিনি তো সাদা মাটির তৈরী (নাউযুবিল্লাহ)। জনৈক মাওলানা মুহাম্মদ ফজুলল করিম রচিত 'তাওহীদ রিসালাত ও নূরে মোহাম্মদী সৃষ্টি রহস্য' নামক বইখানা দ্রষ্টব্য। উক্ত বইয়ে আল্লাহ্‌কেও নূর বলে অস্বীকার করা হয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ)।

আবার সহি রেওয়ায়াতে দেখা যায় যে, হুযুর (দঃ) নূর হয়েই আদম (আঃ)–এর সাথে জগতে তাশরীফ এনেছেন এবং অল্লাহর কুদরতে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ নূর এক দেহ হতে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হতে হতে অবশেষে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)– এর পৃষ্ঠ হতে ঐ পবিত্র নূর সরাসরি হযরত আমেনা (রাঃ)– এর গর্ভে স্থান লাভ করেছেন এবং যথাসময়ে নূরের দেহ ধারণ করে মানব আকৃতি নিয়ে দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন।

www.sunnibarta.com

পর্যালোচনা ঃ উক্ত দুই মতবাদের মধ্যে কোন্‌টি সঠিক– তা যাচাই বাছাই করলে দেখা যাবে যে, ইলমে হাদীসের নীতিমালার আলোকে দ্বিতীয় মতবাদটিই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়। তাই প্রথমে মাটির রেওয়ায়াত দুটি উসুলে হাদিসের নীতিমালার আলোকে পর্যালোচনা করা দরকার। **হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত কথিত হাদীসখানা নিম্নরূপ ঃ**

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ-قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَّوْلُوْدٍ اِلَّا وَفِىْ سُرَّتِهٖ مِنْ تُرْبَتِهِ الَّتِىْ خُلِقَ مِنْهَا حَتّٰى يُدْفَنَ فِيْهَا وَاَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ خُلِقْنَا مِنْ تُرْبَةٍ وَّاحِدَةٍ وَفِيْهَا نُدْفَنُ- (تَفْسِيْرِ مَظْهَرِىْ وَخَطِيْبِ بَغْدَادِىْ اَلْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ)

অর্থ–"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন–"নবজাত প্রত্যেক শিশুর নাভিতে মাটির একটি অংশ রাখা হয়। সেখানেই সে সমাধিস্থ হয়"। তিনি আরো বলেন–"আমি, আবু বক্‌র ও ওমর একই মাটি হতে সৃজিত হয়েছি এবং সেখানেই সমাধিস্থ হবো"। (তাফসীরে মাযহারী ও খতীবে বাগদাদীর আল মুত্তাফিক ওয়াল মুফতারিক)।

উক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মোহাদ্দিসগণের মতামত

খতীবে বাগদাদী (রহঃ) এই রেওয়ায়াতটি তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন- হাদীসটি গরীব। গরীব হাদীস বলা হয় প্রতি যুগে মাত্র একজন বর্ণনাকারীই উক্ত রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন– দ্বিতীয় কোন বর্ণনাকারী নেই। গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে গরীব হাদিস দ্বারা কোন আইনী বিষয় প্রতিষ্ঠা করা যায়না। উসুলে হাদীস দ্রষ্টব্য।

হাদীস শাস্ত্র বিশারদ আল্লামা ইবনে জওযী বলেন– "এই হাদীসটি মওযূ ও বানোয়াট"। এই দুটি মতামত স্বয়ং ওহাবী তাফসীর মাআরেফুল কোরআন-এর বাংলা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, সৌদী আরব ছাপা, পৃষ্ঠা ৮৫৬-এ উল্লেখ করা হয়েছে। রেওয়ায়াত হিসাবে প্রত্যেক লেখকের কিতাবেই এটি পাওয়া যায়। কিন্তু-এর নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করেন হাদীসের "জোরাহ ও তাদীল" বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণ। ইবনে জওযীর মতামতের গুরুত্ব প্রত্যেক হাদীস বিশারদের নিকটই স্বীকৃত।

www.sunnibarta.com

সুতরাং একটি গরীব, জাল, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট রেওয়ায়াতের উপর নির্ভর করে রাসুলে পাকের (দঃ) দেহ মোবারককে মাটির দেহ বলা যে অসঙ্গত– তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। জাল হাদীস তৈরীতে রাফেযী ও বাতিল ফের্কাগুলি ঐ যুগে তৎপর ছিল। তারা সাহাবী ও তাবেয়ীগণের নাম ব্যবহার করে ভিত্তিহীন হাদীস তৈরী করতো।

কা'ব আহবারের রেওয়ায়াত বিশ্লেষণ ঃ

عَنْ كَعْبِ الْاَحْبَارِ قَالَ لَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ يَّخْلُقَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ جِبْرِيْلَ اَنْ يَّاْتِيَهُ بِالطِّيْنَةِ الَّتِىْ هِىَ قَلْبُ الْاَرْضِ وَبَهَاؤُهَا وَنُوْرُهَا قَالَ فَهَبَطَ جِبْرِيْلُ فِىْ مَلَائِكَةِ الْفِرْدَوْسِ وَمَلَائِكَةِ الرَّقِيْعِ الْاَعْلٰى فَقَبَضَ قَبْضَةً رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الشَّرِيْفِ وَهِىَ بَيْضَاءُ مُّنِيْرَةٌ فَعُجِنَتْ بِمَاءِ التَّسْنِيْمِ فِىْ مَعِيْنِ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ حَتّٰى صَارَتْ كَالدُّرَّةِ الْبَيْضَاءِ لَهَا شُعَاعٌ عَظِيْمٌ ثُمَّ طَافَتْ بِهَا الْمَلَائِكَةُ حَوْلَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِىِّ وَفِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ فَعَرَفَتِ الْمَلَائِكَةُ وَجَمِيْعُ الْخَلْقِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا وَفَضْلَهُ قَبْلَ اَنْ تَعْرِفَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (اَلْمَوَاهِبُ اللَّدُنِّيَّةُ)

অর্থ–হযরত কা'ব আহবার (তাবেয়ী) বলেনঃ "যখন আল্লাহ পাক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) কে (দেহকে) সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি জিবরাইল (আঃ) কে এমন একটি খামিরা নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ করলেন–যা ছিল পৃথিবীর "কলব, আলো ও নূর" (মাটি নয়)।

এই নির্দেশ পেয়ে জিবরাইল (আঃ) জান্নাতুল ফেরদাউস এবং সর্বোচ্চ আসমানের ফিরিস্তাদের নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করলেন। অতঃপর রাসুলে

www.sunnibarta.com

পাকের রওযা শরীফের স্থান থেকে এক মুষ্ঠি খামিরা নিয়ে নিলেন। উহা ছিল সাদা আলোময় নূর। পরে উক্ত খামিরাকে বেহেস্তে প্রবাহিত নহর সমূহের মধ্যে তাছনীম নামক নহরের পানি দিয়ে গুলিয়ে সেটি এমন একটি শুভ্র মুক্তার আকার ধারণ করলো, যার মধ্যে ছিল বিরাট আলোশিখা। অতঃপর ফিরিস্তারা প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে উক্ত মুক্তা আকৃতির আলোময় খামিরা নিয়ে আরশ, কুরছি, আসমান-জামিন, পাহাড়-পর্বত ও সাগর-মহাসাগরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করলেন। এভাবে ফিরিস্তাকুল ও অন্যান্য সকল মাখলুক হযরত আদম (আঃ)-এর পরিচয় পাওয়ার পূর্বেই আমাদের সর্দার ও মুনিব হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর ফযিলত সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করলো"। (মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া)।

হাদীসখানার পর্যালোচনা

উপরোক্ত কা'ব আহবার (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতখানার বিচার বিশ্লেষণ করলে নীচের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো বের হয়ে আসে। যথা–

(১) কা'ব আহবার (রাঃ) পূর্বে একজন বড় ইহুদী পন্ডিত ছিলেন। রাসূলের (দঃ) যুগে তিনি মুসলমান হননি। সুতরাং সাহাবী নন। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মুসলমান হয়ে তাবেয়ীনদের মধ্যে গণ্য হন। সাহাবীর বর্ণিত হাদীস রাসুলের জবান থেকে শ্রুত হলে তাকে মারফু মোত্তাসিল বলা হয়। আর রাসুলের সুত্র উল্লেখ না থাকলে সাহাবীদের বর্ণিত হাদীসকে মাওকুফ বলা হয়। তাবেয়ীর বর্ণিত হাদীস -যার মধ্যে সাহাবী ও রাসূলের সুত্র উল্লেখ নেই, তাকে বলা হয় মাক্তু। উক্ত হাদীসখানা তাঁর নিজস্ব ভাষ্য। সাহাবী বা রাসুল বর্ণিত হাদীস নয়।

হাদীসের প্রত্যেক শিক্ষার্থীই এই সুত্র ভালভাবে জানেন যে, তাবেয়ীর মাকতু হাদীস যদি রাসূলের বর্ণিত মারফু হাদীসের সাথে গরমিল বা বিপরীত হয়, তাহলে রাসূলের বর্ণিত মারফু হাদীসই গ্রহণযোগ্য হবে। কা'ব আহবারের খামিরার হাদীসখানা তাঁর নিজস্ব ভাষ্য এবং তৃতীয় পর্যায়ের। পূর্বে হযরত আবেরের বর্ণিত নূরের হাদীসখানা ১ম পর্যায়ের। গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে ১ম পর্যায়ের হাদীসই অগ্রগণ্য। সুতরাং উসুলের বিচারে কা'ব আহ্বারের হাদীসখানা মুরসা ও মোরসাল এবং সহী সনদেরও খেলাফ। সোজা কথায়– তাবেয়ীর বর্ণিত মাকতু হাদীস রাসূল বর্ণিত মারফু হাদীসের সমকক্ষ হতে পারে না।

www.sunnibarta.com

(২) আল্লামা যারকানী বলেন- কা'ব আহবার পূর্বে ইহুদী পন্ডিত ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থে ইসরাইলী বা ইহুদী বর্ণনার মাধ্যমে এই তথ্য পেয়ে থাকবেন। এই সম্ভাবনার কারণে ইসরাইলী বা ইহুদী বর্ণনা আমাদের শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে না- যদি তা অন্য হাদীসের বিপরীত হয়। কা'ব আহ্বারের বর্ণিত হাদীসটি হযরত জাবেরের বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী। তাই ইহা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

(৩) তদুপরি "ত্বিনাত" (طِيْنَة) শব্দটির অর্থ মাটি নয়-বরং খামিরা। এই খামিরার ব্যাখ্যা করা হয়েছে قُلْبُ الْاَرْضِ بَهَاءُ الْاَرْضِ نُوْرُ الْاَرْضِ দ্বারা অর্থাৎ উক্ত খামিরা ছিল পৃথিবীর কলব, আলো ও নূর- তথা নূরে মোহাম্মদী (যারকানী)। সুতরাং জিবরাইলের সংগৃহীত খামিরাটি মাটি ছিল না- বরং রওযার মাটিতে রক্ষিত নূরে মোহাম্মদীর খামিরা (যারকানী)। খামিরা সূরতের এই নূরে মোহাম্মদীকেই পরে বেহেস্তের তাছনীম ঝরনার পানি দিয়ে গুলিয়ে এটাকে আরো অনু-পরমাণুতে পরিণত করা হয়েছিল। যেমন পানি হতে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়। তাই বলে বিদ্যুৎকে পানি বলা যাবেনা। নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারক ছিল সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে সুক্ষ্মতম। এ মর্মে একখানা হাদীস মিলাদে মোহাম্মদী ও হাকিকতে আহমদী নামক বাংলা গ্রন্থে উল্লেখ আছে। বইখানার লেখক ফুরফুরার খলিফা মেদিনীপুরের মরহুম মাওলানা বাশারাত আলী সাহেব। হাদীসখানা হচ্ছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ مَعَاشِرَ الْاَنْبِيَاءِ - اَجْسَادُنَا كَاَجْسَادِ الْمَلَائِكَةِ-

অর্থ-**"আমরা নবীগণের শরীর হলো ফিরিস্তাদের শরীরের মত নূরানী ও অতিসুক্ষ্ম"**। তাইতো নবী করিম (দঃ) সুক্ষ্মতম শরীর ধারণ পূর্বক আকাশ ও ফিরিস্তা জগত, এমন কি-আলমে আমর-তথা আরশ কুরছি ভেদ করে নিরাকারের দরবারে কাবা কাওছাইনে পৌছতে সক্ষম হয়েছিলেন। মাটির দেহ ভারী এবং তা লক্ষ্যভেদী নয়। মাটির শরীর হলে ভস্ম হয়ে যেতো।

মোদ্দা কথায়- উপরের দুখানা হাদীস পর্যালোচনা করলে ইবনে মাসউদ (রাঃ)-বর্ণিত প্রথম হাদীসখানা জাল এবং কা'ব আহবারের ভাষ্যটি ইসরাইলী বা ইহুদী

www.sunnibarta.com

সূত্রে প্রাপ্ত–যা সরাসরি হাদীসে মারফুর খেলাফ। তদুপরি- কা'ব আহ্‌বারের হাদীসখানায় বিভিন্ন তাবিল বা ব্যাখ্যা করার অবকাশ রয়েছে। ইহা মোহ্‌কাম বা সংবিধিবদ্ধ নয়। সুতরাং হযরত জাবের (রাঃ)-এর মারফু হাদীস ত্যাগ করে কা'বে আহ্‌বারের বর্ণিত মাকতু রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আবার নূর ও মাটির উভয় হাদীস গ্রহণ করে নবীজীর দেহ মোবারককে নূর ও মাটির সমন্বিত রূপও বলা যাবে না। যেমন- বলেছেন অনেক জ্ঞানপাপী মুফতী। হাদীসের বিশ্লেষণ না জানার কারণেই তারা এরূপ ফতোয়া দিয়েছেন। কা'ব আহবারা বর্ণিত খামিরাটি ছিল নূরে মোহাম্মদীর ঐ অংশ- যা দ্বারা দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে। ঐ অংশই রওযা মোবারকের স্থানে রক্ষিত ছিল–(যারকানী দেখুন)।

নূরের দেহ মোবারক ঃ ১০টি দলীল

এবার আমরা নূরের দেহের পক্ষের কিছু রেওয়ায়াত পেশ করে প্রমাণ করবো– নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারকও নূরের তৈরী ছিল। যথা-

(১) যারকানী শরীফ ৪র্থ খন্ড ২২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ

لَمْ يَكُنْ لَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ فِيْ شَمْسٍ وَّلَا قَمَرٍ لِاَنَّهُ كَانَ نُوْرًا

অর্থ– **"সূর্য চন্দ্রের আলোতে নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারকের ছায়া পড়তোনা। কেননা, তিনি ছিলেন আপাদমস্তক নূর"**। (যারকানী)

(২) ইমাম কাযী আয়ায (রহঃ) শিফা শরীফের ১ম খন্ড ২৪২ পৃষ্ঠায় লিখেন ঃ

وَمِمَّا ذُكِرَ مِنْ اَنَّهُ كَانَ لَا ظِلَّ لِشَخْصِهٖ فِيْ شَمْسٍ وَّلَا قَمَرٍ لِاَنَّهُ كَانَ نُوْرًا

অর্থ– **নূরের দলীল হিসাবে ছায়াহীন দেহের যে রেওয়ায়াতটি পেশ করা হয়, তা হচ্ছে**–"দিনের সূর্যের আলো কিংবা রাত্রের চাঁদের আলো– কোনটিতেই হুযুরের (দঃ) দেহ মোবারকের ছায়া পড়তোনা। কারণ তিনি ছিলেন আপাদমস্তক নূর"। (শিফা শরীফ)

(৩) ওহাবীদের নেতা আশ্রাফ আলী থানবী সাহেব তার شُكْرُ النِّعْمَةِ بِذِكْرِ رَحْمَةِ الرَّحْمَةِ গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠায় স্বীকার করেছেন–

www.sunnibarta.com

یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ نہیں تھا (اسلئے کہ) ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرتا پا نور ہی نور تھے۔

অর্থ–"একথা সর্বজন স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ যে, আমাদের হুযুর (দঃ)-এর দেহের ছায়া ছিল না। কেননা আমাদের হুযুর (দঃ) মাথা মোবারক হতে পা মোবারক পর্যন্ত শুধু নূর আর নূর ছিলেন"। (শোক্‌রে নে'মত)

(৪) ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী (রহঃ) আন-নে'মাতুল কোবরা গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠায় হাদীস লিখেন ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ اَخِيْطُ فِى السَّحْرِ ثَوْبًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَفَاَ الْمِصْبَاحُ وَسَقَطَتِ الْاِبْرَةُ مِنْ يَدِيْ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَضَاءَ الْبَيْتُ مِنْ نُوْرِ وَجْهِهٖ فَوَجَدْتُ الْاِبْرَةَ–

অর্থ–"হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমি রাত্রে বাতির আলোতে বসে নবী করিম (দঃ)-এর কাপড় মোবারক সেলাই করছিলাম। এমন সময় প্রদীপটি (কোন কারনে) নিভে গেল এবং আমি সুঁচটি হারিয়ে ফেললাম। এর পরপরই নবী করিম (দঃ) অন্ধকারে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর চেহারা মোবারকের নূরের জ্যোতিতে আমার অন্ধকার ঘর আলোময় হয়ে গেল এবং আমি (ঐ আলোতেই) আমার হারানো সুঁইটি খুঁজে পেলাম"। সোবহানাল্লাহ। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন নূরের চেহারা–আর তারা বলে মাটির চেহারা। নাউযুবিল্লাহ্!

(৫) মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী সাহেব তাঁর عُمْدَةُ النُّقُوْلِ গ্রন্থে লিখেছেন–

وَالَّذِىْ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهٗ كَانَ نُوْرًا فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَيْضًا مَارَوٰى زَكَرِيَّا

www.sunnibarta.com

يَحْيَ ابْنُ عَائِذٍ اَنَّهٗ بَقِى فِيْ بَطْنِ اُمِّهٖ تِسْعَةَ اَشْهُرٍ فَلَا تَشْكُوْا وَجْعًا وَلَا مُغْضًا وَلَا رِيْحًا.

অর্থ-"নবী করিম (দঃ) মায়ের গর্ভেই যে নূর ছিলেন-এর দলীল হচ্ছে যাকারিয়ার বর্ণিত হাদীস"–নবী করিম (দঃ) নয় মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন, এ সময়ে বিবি আমেনা (রাঃ) কোন ব্যথা বেদনা অনুভব করেননি বা বায়ু আক্রান্ত হননি এবং গর্ভবতী অন্যান্য মহিলাদের মত কোন আলামতও তাঁর ছিলনা। হুযুর (দঃ)-এর দেহ যে মাতৃগর্ভে নূর ছিল–ইহাই তার প্রমাণ।

(৬) মিশকাত শরীফে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন-

وَاَنَا رُؤْيَا اُمِّيْ الَّتِيْ رَأَتْ اَنَّهٗ خَرَجَ نُوْرٌ مِّنْ بَطْنِهَا وَاَضَائَتْ لَهَا قُصُوْرُ الشَّامِ-

অর্থ–"আমার জন্মের প্রাক্কালে তন্দ্রাবস্থায় আম্মাজান দেখেছিলেন–একটি নূর তাঁর গর্ভ হতে বের হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ পর্যন্ত আলোকিত করেছে"। "আমি আমার মায়ের দেখা সেই নূর"। (মিশকাত শরীফ)

(৭) ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) হাদায়েকে বখ্‌শিশ গ্রন্থের ২য় খন্ড ৭ পৃষ্ঠায় ছন্দে লিখেন ঃ

تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا
سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا

অর্থ–"হে প্রিয় রাসুল! আপনিতো আল্লাহর নূরের প্রতিচ্ছবি বা ছায়া। আপনার প্রতিটি অঙ্গই এক একটি নূরের টুকরা। নূরের যেমন ছায়া হয়না, তদ্রূপ ছায়ারও প্রতিচ্ছায়া হয়না"। কাজেই আপনারও প্রতিচ্ছায়া নেই–কেননা আপনি নূর এবং আল্লাহর নূরের ছায়া।

(৮) মকতুবাতে ইমামে রাব্বানী ৩য় জিলদ মকতুব নং ১০০ তে হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রহঃ) লিখেছেন- (অনুবাদ) **"হযরত রাসূল করিম**

www.sunnibarta.com

(দঃ)-এর সৃষ্টি কোন মানুষের সৃষ্টির মত নয়। বরং নশ্বর জগতের কোন বস্তুই হযরত নবী করিম (দঃ)-এর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে স্বীয় নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন"।

(৯) আশ্রাফ আলী থানবী তার নশরুতত্ত্বীব গ্রন্থের ৫ম পৃষ্ঠায় হাদীস লিখেছেন- "হে জাবের! আল্লাহ তায়ালা আপন নূরের ফয়েয বা জ্যোতি হতে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন।" (নশরুত ত্বীব ৫ পৃষ্ঠা)

(১০) তাফসীরে সাভী ছুরায়ে মায়েদার قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ-এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন– "আল্লাহপাক তাঁকে নূর বলে আখ্যায়িত করার কারণ হচ্ছে- তিনি সকল দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান নূর সমূহের মূল উৎস"।

এছাড়াও দেহ মোবারকের প্রতিটি অঙ্গ নূর হওয়ার বহু দলীল কিতাবে উল্লেখ আছে। সুতরাং সৃষ্টির আদিতেও তিনি নূর, মায়ের গর্ভেও নূর এবং দুনিয়াতেও দেহধারী নূর- এতে কোন সন্দেহ নেই। সে নূরকে বশরী সুরতে ও কভারে আবৃত করে রাখা হয়েছে মাত্র। যেমন, তারের কভারে বিদ্যুৎকে আবৃত করে রাখা হয়। এতসব প্রমাণ সত্ত্বেও যারা নবী করিম (দঃ) কে মাটির সৃষ্টি বলে- তাদেরকে বেদ্বীন ছাড়া আর কি-ই বলা যাবে?

নূরে মোহাম্মদীর (দঃ) স্থানান্তর ঃ আদম (আঃ) এর ললাটে

হযরত আদম আলাইহিস সালাম-এর দেহ পৃথিবীর মাটি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। বিবি হাওয়া (আঃ) হযরত আদম (আঃ)-এর বাম পাঁজরের হাঁড় দ্বারা পয়দা হয়েছেন। হযরত ঈসা (আঃ) শুধু রুহের দ্বারা পয়দা হয়েছেন। সাধারণ মানব সন্তান পিতা-মাতার মিলিত বীর্যের নির্যাস দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী ও আল্লাহর প্রিয় হাবীব হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নূর হতে পয়দা হয়েছেন। কোরআন ও হাদীসের দ্বারাই এ সত্য প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং "সকল মানুষই মাটির সৃষ্টি"- এরূপ দাবী করা গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই নয়। "মিন্হা খালাক্নাকুম" আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

পৃথিবীর চল্লিশ হাজার বছরের সমান ঐ জগতের চল্লিশ দিনে হযরত আদম (আঃ)-এর খামিরা শুকানো হয়েছিল। তারপর হযরত আদমের (আঃ) দেহে রুহ্

www.sunnibarta.com

ফুঁকে দেয়া হয়েছে। বর্ণিত আছে- প্রথমে আদম (আঃ)-এর অন্ধকার দেহে রুহ প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁর ললাটে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর নূর মোবারকের অংশবিশেষ স্থাপন করা হয় এবং এতে দেহের ভিতরে আলোর সৃষ্টি হয়। তখনই আদম (আঃ) মানবরূপ ধারণ করেন এবং হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করেন। আমাদের প্রিয় নবীও (দঃ) সৃষ্টি হয়েই প্রথমে পাঠ করেছিলেন আল্‌হামদুলিল্লাহ। তাই আল্লাহতায়ালা মানব জাতির প্রথম প্রতিনিধি হযরত আদম (আঃ) এবং বিশ্ব জগতের প্রতিনিধি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর প্রথম কালাম "আল্‌হামদুলিল্লাহ" দিয়ে কোরআন মজিদ শুরু করেছেন (তাফসীরে নঈমী)।

এভাবে ঐ জগতের একহাজার আট কোটি বৎসর পর মোহাম্মদী নূর হযরত আদম (আঃ)-এর দেহে স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে ললাটে, তারপর ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলীতে এবং পরে পৃষ্ঠ দেশে সেই নূরে মোহাম্মদীকে (দঃ) স্থাপন করা হয়। এরপর জান্নাতে, তারপর দুনিয়াতে পাঠানো হয় সে নূরকে। ১০৬ মোকাম পাড়ি দিয়ে তিনি অবশেষে মা আমেনার উদর হতে মানব সূরতে ধরাধামে আত্মপ্রকাশ করেন। (১০৬ মাকামের বর্ণনা সুন্নীবার্তা মিলাদুন্নবী সংখ্যায় দেখুন)।

হযরত আদম (আঃ) কে বলা হয় প্রথম বশর অর্থাৎ প্রকাশ্য দেহধারী মানুষ। এর পূর্বে কোন বশর ছিলনা। আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) তো হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির লক্ষ-কোটি বৎসর পূর্বেই পয়দা হয়েছিলেন। তখন তিনি বশরী সুরতে ছিলেন না এবং তাঁর নামও বশর ছিলনা। তাঁর বশরী সুরত প্রকাশ হয়েছে দুনিয়াতে এসে। এটা উপলব্ধি করা এবং হৃদয়ঙ্গম করা ঈমানদারের কাজ- (জাআল হক-বশর প্রসঙ্গ)। তাই তাঁকে "ইয়া বাশারু" বলে ডাকা হারাম (১৮ পারা)।

হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পূর্বে নবীজী ছিলেন নূরে মোজাররাদ এবং নবী খেতাবে ভূষিত- (মাওয়াহেব ও মাদারেজ)। মৌলুদে বরজিঞ্জি নামক বিখ্যাত আরবী কিতাবের লেখক ইমাম ও মোজতাহেদ আল্লামা জাফর বরজিঞ্জি মাদানী

www.sunnibarta.com

(রহঃ) লিখেন- "যখন আল্লাহ তায়ালা হাকিকতে মোহাম্মদী প্রকাশ করার ইচ্ছে করলেন– তখন হযরত আদম (আঃ) কে পয়দা করলেন এবং তাঁর ললাটে হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর পবিত্র নূর স্থাপন করলেন"। আহ্সানুল মাওয়ায়েয কিতাবে উল্লেখ আছে- একদিন আল্লাহর কাছে হযরত আদম (আঃ)- নূরে মোহাম্মদী (দঃ) দর্শনের জন্য প্রার্থনা করলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)-এর ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলীর মাথায় নূরে মোহাম্মদী প্রদর্শন করালেন। মধ্যমা অঙ্গুলীতে হযরত আবুবকর, অনামিকায় হযরত ওমর, কনিষ্ঠায় হযরত ওসমান ও বৃদ্ধাঙ্গুলীতে হযরত আলী (রাঃ)– এই সাহাবী চতুষ্ঠয়ের দেদীপ্যমান নূরও প্রদর্শন করালেন। অতঃপর সেই নূর স্থাপন করলেন হযরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে- যাঁর দেদীপ্যমান ঝলক চমকাতো তাঁর ললাটে। আল্লামা ইউসুফ নাবহানীর আনওয়ারে মোহাম্মদী নামক জীবনী গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ جَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرَ فِيْ ظَهْرِهٖ فَكَانَ يَلْمَعُ فِيْ جَبِيْنِهٖ

অর্থ– **"যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত আদমকে পয়দা করলেন, তখন ঐ নূরে মোহাম্মদী তাঁর পৃষ্ঠে স্থাপন করলেন। সে নূর তাঁর ললাটদেশে চমকাতো"।**

বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদিন নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে আরয করলেন- **"ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ), হযরত আদম (আঃ) যখন জান্নাতে ছিলেন, তখন আপনি কোথায় ছিলেন"?** হুযুর পুরনুর (দঃ) মুচকি হাসি দিয়ে বললেন- **"আদমের ঔরসে। তারপর হযরত নূহ (আঃ) তাঁর ঔরসে আমাকে ধারণ করে নৌকায় আরোহন করেছিলেন। তারপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে। তারপর পবিত্র (ঈমানদার) পিতা মাতাগণের মাধ্যমে আমি পৃথিবীতে আগমন করি। আমার পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে কেহই চরিত্রহীন ছিলেন না"** (বেদায়া-নেহায়া ২য় খন্ড ২৫ পৃষ্ঠা।) সুতরাং হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর বংশধরগণ ছিলেন প্রিয় নবীর বাহন মাত্র।

এখানে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে- নিজের আদি বৃত্তান্ত বর্ণনা করা আল্লাহপ্রদত্ত ইলমে গায়েব ছাড়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, হুযুর

www.sunnibarta.com

(দঃ)-এর আদি জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করার প্রথা তিনি নিজেই চালু করেছেন। মিলাদ মাহফিলের মূল প্রতিপাদ্যই হলো নবী জীবনী আদি-অন্ত আলোচনা করে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করা। হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত নবীদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ছিল নবী করীম (দঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা। হযরত ইসা (আঃ) তো নবী করিম (দঃ)-এর বেলাদতের ৫৭০ বৎসর পূর্বেই মিলাদ মাহফিল করেছেন বনী ইসরাইলের লোকজন নিয়ে। কোরআন মজিদের ২৮ পারা সুরা সাফ-এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আঃ)-এর এই সম্মিলিত মিলাদ মাহফিলের বর্ণনা দিয়েছেন। বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থের ২য় খন্ডে ২৬১ পৃষ্ঠায় ইবনে কাছির হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন **"হযরত ঈসা (আঃ) সে সময় কেয়াম অবস্থায় মিলাদ মাহফিল করেছিলেন"**।

সুতরাং মিলাদ মাহফিল নতুন কোন অনুষ্ঠান নয়। ফিরিস্তা এবং নবীগণের অনুকরণেই পরবর্তী যুগে বুযুর্গানেদ্বীন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বর্তমান মিলাদ মাহফিল প্রচলিত হয়েছে। মিলাদ কিয়াম ভিত্তিহীন নয়। যারা ভিত্তিহীন বলে–তাদের কথারই কোন ভিত্তি নেই। মিলাদ মাহফিলের বৈধতার উপর তিন শতের উপর কিতাব রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে মওলুদে বরজিঞ্জি গ্রন্থখানী আরব আজমের সর্বত্র অধিক সমাদৃত হয়ে আসছে। পাক-ভারত উপমহাদেশে শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহ্লভী (রঃ)-এর মাদারিজুন্নবুয়ত ও আল্লামা কাজী ফযলে আহ্মদ (লুধিয়ানা) লিখিত আন্ওয়ারে আফতাবে সাদাকাত গ্রন্থদ্বয় মিলাদ শরীফের বৈধতার প্রামাণিক দলীল। যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

www.sunnibarta.com